০৪.১২.২০২৩

এম/এল নং ১

কোর্ট নং ৮

(জিসি)

২০২৩ সালের ম্যাট ৭৬১

২০২৩ সালের ১ ক্যান

আনন্দ মোহন দাস

বনাম

ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যরা

মিসেস অনিতা কাউন্দা

... আপিলকারীর জন্য।

শ্রী অনিল কে. গুপ্তা

... ইউ জি সি এর জন্য ..

১। আপিলটি ২৪শে মার্চ, ২০২৩ তারিখের একটি আদেশের ফলে উদ্ভূত হচ্ছে একটি রিট পিটিশন যা ২০২২ এর ডবলুপিএ ১৫২৪৫ ছিল যেখানে নিয়োগের জন্য আবেদনকারীর প্রার্থনা অস্বীকার করা হয়েছিল৷ আপীলে দাবি করা হয় যে আবেদনকারীর মতো একইভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিয়োগের পক্ষে ছিল। অধিকন্তু, ৬ই মার্চ, ২০০২ তারিখের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, আবেদনকারী, ইতিমধ্যেই নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সাথে সমস্ত জিনিস সমানভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হওয়ায়, নিয়োগ দেওয়া উচিত ছিল। বিজ্ঞ একক বিচারক বিলম্ব এবং বিচ্যুতির কারণ এবং সেইসাথে প্রণীত অভিযোগের ভিত্তিতে রিট আবেদনটি খারিজ করে দেন ইউ জি সি দ্বারা দাখিল করা হলফনামা যে তিনি ক্রমাগত কাজ করেননি এবং তিনি একটি স্থানীয় পরিষেবা সংস্থার দ্বারা নিযুক্ত ছিলেন। আবেদনকারী

এলডিসি/টাইপিস্ট পদের নিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল যখন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত।

২। আগের অনুষ্ঠানে, আমরা ইউ জি সি -কে নির্দেশ দিয়ে একটি আদেশ পাস করেছি। মিসেস মালিনী এন শাহের নিয়োগের ভিত্তি প্রকাশ করতে, শ্রী নীল কমল দাস, শ্রী হিমালয় নির্ঝর নায়ক এবং মিসেস কবিতা শ এবং তাদের নিয়োগের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করা এবং যদি আদৌ তাদের আত্মসাৎ করার আগে বাইরের কোন সংস্থার দ্বারা নিয়োগ করা হয়েছিল। ইউ জি সি এর আন্ডার সেক্রেটারি ৫ ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের একটি হলফনামা নিশ্চিত করে সত্যটি প্রকাশ করেছে। হলফনামায় বলা হয়েছে যে আপীলকারী একটি স্থানীয় পরিষেবা সংস্থা (ট্রাইডেন্ট সিকিউরিটি অ্যান্ড অ্যালাইড সার্ভিসেস) দ্বারা ৪ই জুন, ১৯৯৮ থেকে ৩১শে জুলাই, ১৯৯৮ (৫৮ দিন) এবং মে, ২০০১ এবং জুন, ২০০১-এর মধ্যে কয়েকটির জন্য নিযুক্ত ছিলেন। অস্থায়ী ভিত্তিতে অফিসের কিছু ব্যাকলগ ক্লিয়ার করার জন্য দিন। ইউ জি সি নিয়োগকর্তা-কর্মচারী সম্পর্ক অস্বীকার করেছে। ১২ থেকে ১৫ অনুচ্ছেদে, ইউ জি সি ইঙ্গিত করেছে যে চার প্রার্থী নির্বাচনের ভিত্তিতে পূর্বের আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা বিবৃত করা হয় যে মিসেস মালিনী এন শাহকে নিযুক্ত করা হয়েছিল

ইউ জি সি দ্বারা অনুসরণ করা পদ্ধতি অনুসারে। ইউ জি সি ১৮ই জানুয়ারী, ২০০২ তারিখের ৮০০তম সভায় ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯-এ অনুষ্ঠিত সভার রেফারেন্স দেওয়ার পরে বিশেষভাবে নেট ইউনিট, পুনেতে কর্মরত কর্মীদের জন্য প্রাক্তন-ক্যাডার পদ তৈরি করে। মিসেস মালিনী শাহ সেই ব্যক্তিদের মধ্যে একজন যারা ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৯০ সাল থেকে গত দশ বছর ধরে নেট ইউনিটের অফিসে কর্মরত ছিলেন এবং সহকারী সমন্বয়কারী পদে নিয়োগের প্রয়োজন ছিল। তিনি সন্তোষজনকভাবে তার দায়িত্ব পালন করছিলেন এবং পদগুলির জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা পূরণ করেছিলেন। শ্রী নীল কুমার দাসকে ইউজিসির নিয়োগ পদ্ধতি অনুসারে পিয়ন পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। ইউ জি সি ২০শে নভেম্বর, ১৯৯৭-এ অনুষ্ঠিত মিটিংকে বোঝায় যেখানে ইউ জি সি তে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের যথাযথ অগ্রাধিকার দেওয়ার পরে সাক্ষাত্কারে প্রার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে। শ্রী নীল কমল দাসসহ আরও দুজনকে ইউজিসি (ইআরও) তে পিয়ন পদে নির্বাচিত করা হয়েছে। শ্রী হিমালয় নির্ঝর নায়ক, স্টাফ সিলেকশন কমিশন, ভারত সরকার ইউজিসিকে একটি চিঠি জারি করেছে। রিজার্ভ থেকে এলডিসি পদে তার নাম সুপারিশ করছে

ক্লার্কদের জন্য সম্মিলিত ম্যাট্রিক লেভেল পরীক্ষার তালিকা, ২০০২। এই ধরনের সুপারিশের ভিত্তিতে এবং প্যানেলে তার অবস্থান বিবেচনা করে তাকে কেরানি পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। মিসেস কবিতা শ-কে ইডিসিআইএল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড দ্বারা পরিচালিত এলডিসি নিয়োগ পরীক্ষা, ২০১৩-এর মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয়েছিল। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি ২রা জানুয়ারী, ২০১৪ তারিখে ইউ জি সি-কে একটি চিঠি জারি করেছিল। এল ডি সি এর জন্য অনুষ্ঠিত দক্ষতা পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল সম্পর্কে ইউ জি সি যেখানে তার নাম ৪৮৯ জন প্রার্থীর জন্য মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে আপীলকারী/আবেদনকারী এবং তারপরে তিনি নিয়োগ করেন। এটা বলা হয়েছে যে উপরোক্ত পোস্টটি ৬ই মার্চ, ২০০২ তারিখের আদেশের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছিল। আপীলকারী/আবেদনকারী কখনই এর জন্য আবেদন করেননি বা অংশগ্রহণ করেননি। ১৫ই জুন, ২০২০-এ, ইউ জি সি আঞ্চলিক অফিস, কলকাতায় এলডিসি/ক্লার্ক-কাম-টাইপিস্ট নিয়োগের বিষয়ে অবহিত করেছেন এবং আবেদনকারীকে আবেদন না করলে উক্ত পদের জন্য আবেদন করার জন্য অনুরোধ করেছেন। এটা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে মিসেস মালিনী এন.শাহ, শ্রী হিমালয় নির্ঝর নায়ক এবং মিসেস কবিতা শ-কে নিয়োগের আগে বাইরের কোনো সংস্থা দ্বারা নিয়োগ করা হয়নি

ইউ জি সি তে এবং শুধুমাত্র শ্রী নীল কমল দাস বাইরের দ্বারা নিয়োগ করা হয় এজেন্সি আগে ইউ জি সি দ্বারা নিয়োগ ১৯৯৭ সালে।

৩। আপিলকারীর নিকটবর্তী উল্লেখ করা হয় শ্রী নিল কামাল দাস এর ক্ষেত্রে । দেখা যাচ্ছে যে নীল কমল দাস সাক্ষাৎকারে অংশ নিয়েছিলেন সেই নম্বরের ভিত্তিতেই। আপীলকারী প্রাথমিকভাবে ২০০৫ সালে একটি রিট পিটিশন দাখিল করেন কিন্তু উল্লিখিত রিট পিটিশনটি অনুসরণ করেননি এবং এটি খেলাপের জন্য খারিজ হয়ে যায় এবং কখনও পুনরুদ্ধার করা হয়নি। এমন কিছু নেই ২০০২ সাল নাগাদ না আসার ব্যাখ্যা যার মধ্যে এমন সব ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে যাদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, যারা দীর্ঘ সময় ধরে কর্মরত ছিলেন। তাছাড়া দেখা যাচ্ছে উমা দেবীর অনুপাত হবে না আবেদনকারীর জন্য প্রযোজ্য এবং আবেদনকারী তিনি কাজ করেছেন তা প্রদর্শন করতে অক্ষম উল্লেখিত সময়ের চেয়ে বেশি ইউ জি সি এর হলফনামা।

৪। এই ধরনের বিবেচনায়, আমরা কোন খুঁজে পাই না বিজ্ঞ একক বিচারকের আদেশে হস্তক্ষেপ করার কারণ।

৫। সেই অনুযায়ী, আপিল এবং আবেদন বরখাস্ত করা হয়।

৬। যাইহোক, হিসাবে কোন আদেশ হবে না খরচের।

৭। এর জরুরী ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি আদেশ, যদি আবেদন করা হয়, পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে স্বাভাবিক উদ্যোগে।

(বিচারপতি উদয় কুমার) **(বিচারপতি সৌমেন সেন)**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।